

DETECTIVE STORIES No. 78. দারোগার দপ্তর ৭৮ম সংখ্যা।

শেষ লীলা।

(অর্থাৎ ত্রৈলোক্যচরিত্রীর জীবনের শেষ অভিনয় !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিক্‌দারবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও

সাধারণ পাঠাগার হইতে

শ্রীবাণীনাথ মন্দি কৰ্ত্তক প্রকাশিত।

All Rights Reserved.

সপ্তম বর্ষ।] সন ১৩০৫ সাল। [আশ্বিন।

Printed By Shashi Bhawan Chandra, at the

GREAT TOWN PRESS,

68, Nimtola Street, Calcutta.

শেষ লীলা।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিবা আনাজ নয়টার সময় সংবাদ পাইলাম যে, আজ কয়েকদিবস হইল, পাঁচুখোপানির গলিতে রাজকুমারী নামী একটা স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া, তাহার যথাসম্ভব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশের প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই অহুসস্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যে দিবস রাজকুমারীর হত্যা-সংবাদ প্রথমে থানায় আসিয়া উপস্থিত হয়, সে দিবস আমি কলিকাতায় ছিলাম না; অপর একটা সরকারী কার্যের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া, যেমন এই সংবাদ জানিতে পারিলাম, অমনি পাঁচুখোপানির গলির যে বাড়ীতে রাজকুমারী হত্যা হইয়াছিল,

* এই প্রবন্ধ-লিখিত ঘটনাটী ত্রৈলোক্যতারিণীর জীবনের শেষ লীলা। যদি কেহ এই পাপীয়সীর জীবন-চরিত্র সবিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ডিটেক্টিভ পুলিশ মে কাণ্ড “পাহাড়ে মেয়ে” নামক পুস্তক পাঠ করিবেন। উহাতে ত্রৈলোক্য বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল মহাপাপ ও ভয়ানক ভয়ানক কার্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

দাঃ দঃ প্রঃ।

সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই স্থানে বসিয়া চারি পাঁচজন উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্মচারী অনুসন্ধান করিতেছেন।

আমাকে দেখিয়া, তাঁহারা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, অনুগ্রহ-পূর্বক তাহার এক পার্শ্বে আমাকে বসিবার স্থান প্রদান করিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে, একজন কর্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এতদিবস আপনি কোথায় ছিলেন? আজ কয়েকদিবস হইল, এই হত্যা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আপনি একবারের নিমিত্তও এদিকে আসেন নাই কেন?”

আমি। আমি কলিকাতায় ছিলাম না। অপর কার্যের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম বলিয়া, আপনাদিগের সহিত এই অনুসন্धानে যোগ দিতে পারি নাই। অতঃ কলিকাতায় আসিয়া এই ব্যাপার যেমন শুনিতে পাইলাম, অমনি আপনাদিগের সাহায্যের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন?

কর্মচারী। আপনাকে এখন আর বেশী কিছু করিতে হইবে না, কেবল যে ব্যক্তি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়া, তাহার যথা-সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিয়া ধরিয়া দিলেই হইবে।

আমি। আপনারা দেখিতেছি, সমস্ত কার্যই প্রায় শেষ করিয়াছেন, আমার নিমিত্ত অতি অল্পই রাখিয়া দিয়াছেন !!

কর্মচারী। সে যাহা হউক, এখন এই মোকদ্দমার অবস্থা সমস্ত শুনিয়াছেন কি?

আমি। রাজকুমারীকে কোন ব্যক্তি হত্যা করিয়া তাহার যথা-সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কোন

বিষয়ই আমি এ পর্যন্ত শ্রবণ করি নাই । কিরূপ ঘটিয়াছিল, এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে আপনাই বা কতদূর অগ্রগামী হইতে পারিয়াছেন, তাহা আমাকে বিস্তারিতরূপে বলুন দেখি ।

কর্মচারী । আজ শুনিবস অতীত হইল, এই সংবাদ প্রথমে থানায় গিয়া

আমি । কে সংবাদ দেয় ?

কর্মচারী । যাহার এইরূপ সেই থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রথমে প্রদান করে ।

আমি । সে গিয়া সর্বপ্রথমে কি বলে ?

কর্মচারী । তাহার সংবাদ এইরূপ,—“আমার যে বাড়ীতে রাজকুমারী বাস করিত, আমি সেই বাড়ীতে থাকি না । আমার অপর আর একখানি বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে আমি থাকি । অল্প দিবা আনাজ আটটার সময় সেই বাড়ীর একজন ভাড়াটিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দেয় যে, রাজকুমারীকে কে হত্যা করিয়াছে । এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমি সেই বাড়ীতে গমন করিলাম । দেখিলাম, রাজকুমারীর গৃহের দরজা খোলা রহিয়াছে, ও রাজকুমারী মৃত-অবস্থায় তাহার গৃহের মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে । এই ব্যাপার দেখিয়া, আমি থানায় সংবাদ প্রদান করিতে আসিয়াছি ।”

আমি । এইরূপ সংবাদ পাইয়া আপনারা যখন এই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বাড়ীর অবস্থা কিরূপ দেখিলেন ?

কর্মচারী । দেখিলাম, বাড়ীওয়ালার সংবাদ সম্পূর্ণরূপে সত্য ; এই বাড়ীর নীচের তালায় এই গৃহের ভিতর একটা মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে । অনুসন্ধান আরও জানিতে পারিলাম, উহারই নাম রাজকুমারী ।

আমি। গৃহের দরজা ?

কর্মচারী। গৃহের দরজা খোলা রহিয়াছে।

আমি। উহার মৃতদেহ সর্বপ্রথমে ~~কিভাবে~~ এবং কিরূপে দেখিতে পাওয়া গেল ?

কর্মচারী। প্রায় প্রত্যহই রাজকুমারীর প্রতি প্রত্যুষে গাজোখান করিত। সেই দিবস প্রাতঃকালে উহার দেহ দেখিতে না পাইয়া, এই বাড়ীর একজন ভাড়াটিয়া তাহার গৃহের বাহির হইতে রাজকুমারীকে প্রথমে ডাকিতে থাকে। কিন্তু কোনরূপে তাহার উত্তর না পাইয়া তাহার গৃহের দরজায় ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দিবামাত্রই গৃহের দরজা খুলিয়া যায়। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে গিয়াই দেখিতে পায়, রাজকুমারী মেঝের উপর মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার চীৎকারে বাড়ীর অপরাপর ভাড়াটিয়াগণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয়, এবং সকলেই রাজকুমারীর এই দশা দেখিতে পায়। পরিশেষে একজন গিয়া বাড়ীওয়ালাকে সংবাদ প্রদান করে। সংবাদ পাইয়া বাড়ীওয়ালা যাহা করিয়াছিল, তাহা আমি পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি।

আমি। বাড়ীতে যে সকল ভাড়াটিয়া আছে, তাহারা কি সকলেই স্ত্রীলোক ?

কর্মচারী। ভাড়াটিয়ামাত্রই স্ত্রীলোক। কিন্তু তাহাদিগের প্রত্যেকের গৃহেই রাত্ৰিকালে পুরুষ মানুষের সমাগম হইয়া থাকে।

আমি। রাজকুমারীর গৃহের দরজায় সামান্য ধাক্কা দিলেই সেই গৃহের দরজা খুলিয়া যায়। তখন বোধ হয়, হত্যাকারী হত্যা করিয়া প্রস্থান করিবার সময় সেই গৃহের দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল ?

কর্মচারী । তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

আমি । পুলিশ-কর্মচারীগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে সেই গৃহের ভিতর কে প্রবেশ করিয়াছিল ?

কর্মচারী । আমিই প্রথমে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করি ।

আমি । আপনি গৃহের কিরূপ অবস্থা দেখিতে পান ?

কর্মচারী । গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রথমেই রাজকুমারীকে মৃতাবস্থায় গৃহের মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই ।

আমি । উহার মৃতদেহ একবারে মৃত্তিকার উপর পতিত ছিল, কি কোনরূপ বিছানার উপর পড়িয়াছিল ?

কর্মচারী । একখানি বিছান যাকুরের উপর উহার মৃতদেহ পড়িয়াছিল ।

আমি । সেই মৃতদেহের সঙ্গে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল কি ?

কর্মচারী । সর্বিশেষ কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না । কেবল উহার গলার দুই পার্শ্বে অঙ্গুলের দাগের সহিত নখের দাগ ছিলমাত্র ।

আমি । তবে কি উহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হয় ?

কর্মচারী । যে ডাক্তার সাহেব সেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার বিবেচনায় গলা টিপিয়া উহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে । তিনি আরও বলেন, রাজকুমারীকে চিৎ করিয়া লইয়া তাহার বুকের উপর কসিয়া তাহার গলা টেপা হয় ।

আমি । তাঁহার এ অনুমানের কারণ কি ?

কর্মচারী । বুকের উপর যে সকল ছোট ছোট হাড় আছে, তাহার কতকগুলি ভগ্নাবস্থায় পাইয়াছেন বলিয়াই, ডাক্তার সাহেব এইরূপ অনুমান করেন ।

আমি। উহার এ অনুমান কিছু একবারে অমূলক নহে।

কর্মচারী। এ অনুমান প্রকৃত বলিয়াই অনুমান হয়।

আমি। গৃহের ভিতর আর কোন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল কি ?

কর্মচারী। দুইখানি কাঁসার বাসন সেই গৃহের এক পার্শ্বে পাওয়া গিয়াছিল, উহাতে চিড়া ও দধি কিছু কিছু নাগিয়াছিল। বোধ হয়, উহাতে করিয়া চিড়া ও দধি ফলার করা হইয়াছিল।

আমি। যখন দুইটা পাত্রে চিড়া-দধির চিহ্ন রহিয়াছে, তখন অনুমান হয়, দুইজন সেই গৃহের ভিতর বসিয়া পৃথক পৃথক পাত্রে চিড়া-দধির ফলার করিয়াছিল। এখন সেই দুই ব্যক্তি কে ?

কর্মচারী। একজন রাজকুমারী।

আমি। তাহার প্রমাণ ?

কর্মচারী। পরীক্ষার তাহার পেটের ভিতর চিড়া-দধির চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে।

আমি। তাহা হইলে যে রাজকুমারীকে হত্যা করিয়াছে, সেই অপর ব্যক্তি হইবে।

কর্মচারী। খুব সম্ভব।

আমি। গৃহের ভিতর আর কিছু দেখিতে পাইয়াছিলেন কি ?

কর্মচারী। উহার গাত্রে অলঙ্কার-পত্র কিছুই ছিল না, বাক্স-পেট্রা ভাঙ্গা।

আমি। উহার যে সকল অলঙ্কার ছিল, তাহার তালিকা পাইয়াছেন কি ?

কর্মচারী। প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি।

আমি। রাজকুমারী ত মরিয়া গিয়াছে, তাহার যে সকল দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন ?

কর্মচারী । সমস্ত যে পাইয়াছি, তাহা বোধ হয় না । বাড়ীর অপরাপর স্ত্রীলোকগণের নিকট হইতে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহারই ভিত্তিতে বক্তৃত করিয়াছি ।

আমি । রাজকুমারীর গৃহে সেই রাত্রিতে কোন ব্যক্তি আসিয়াছিল, তাহার কোন কথা জানিতে পারা গিয়াছে কি ?

কর্মচারী । না, তাহার গৃহে যে কোন পুরুষ মানুষ আসিয়াছিল, এ কথা কেহই বলিতে পারিতেছে না । কেবলমাত্র ইহাই জানিতে পারা গিয়াছে যে, সন্ধ্যায় পর এই বাড়ীর অপর দুইটা স্ত্রীলোক উহার গৃহে গমন করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা অতি অল্পক্ষণ থাকিয়াই তাহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল ।

আমি । সেই দুইটা স্ত্রীলোক কে ?

কর্মচারী । তাহাদের একজনের নাম প্রিয়, এবং অপর আর একজনের নাম ত্রৈলোক্য । তাহারা উভয়েই এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া, ও উভয়েই উপরে থাকে ।

আমি । সেই দুইটা স্ত্রীলোক ভিন্ন এই বাড়ীতে আর কে কে থাকে ?

কর্মচারী । আরও চারি পাঁচজন স্ত্রীলোক এই বাড়ীতে বাস করে ।

আমি । অনুসন্ধান করিয়া কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি, এই বাড়ীর সদর দরজা রাত্রিতে বন্ধ করা হইয়াছিল কি না? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে কত রাত্রিতে ও কাহার দ্বারা বন্ধ হইয়াছিল ?

কর্মচারী । কে যে এই দরজা শেষ বন্ধ করিয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারা যায় নাই । কিন্তু এখন যতদূর জানিতে পারা যাইতেছে, তাহাতে রাত্রি বারটার সময় কামিনী সদর দরজা বন্ধ

করিয়া দেয় ; তাহার পর আর কেহ খুলিয়াছিল কি না, তাহা এ পর্যন্ত কেহই স্বীকার করিতেছে না।

আমি। পরদিন প্রত্যুষে সদর দরজা খুলিয়াছিল ?

কর্মচারী। বিধু নারী অপর একটা স্ত্রীলোক প্রত্যুষে সদর দরজা খুলিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায়। সেই স্ত্রীলোকটি নিতান্ত অন্নবুদ্ধি-সম্পন্ন। যে সময় সে দরজা খুলিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় সেই দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, কি খোলা ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কখনও বলে, দরজার হড়কা খুলিয়া সে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায়, কখনও বলে, না, হড়কা খোলা ছিল।

আমি। উহার কথা শুনিয়া প্রকৃতপক্ষে সদর দরজা বন্ধ ছিল, কি খোলা ছিল, তাহার কিছু অনুমান করিয়া লইতে পারা যায় না কি ?

কর্মচারী। সে অনুমান ঠিক নহে। কারণ, তাহার কথার উপর নির্ভর করিলে, সেই দরজা খোলা ছিল, এরূপ অনুমান করা যায় না। আর যদি দরজা ভিতর হইতে বন্ধই থাকিবে, তাহা হইলে হত্যাকারী কোন সময় ও কোথা দিয়া বাহির হইয়া গেল ?

আমি। বিধু দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইবার পর যদি হত্যাকারী বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গিয়া থাকে ?

কর্মচারী। তাহা অসম্ভব। কারণ, যে সময় বিধু বাড়ীর বাহির হইয়া যায়, সেই সময় এই বাড়ীর আরও দুই একটা স্ত্রীলোক উঠিয়াছিল। সেই সময় হত্যাকারী বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যাইলে কাহার না কাহারও নয়নগোচর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমি । তাহা হইলে এই বাড়ীর ভিতর যে সকল স্ত্রীলোক আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে সকল পুরুষ মানুষ আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কাহার বাহির এই কার্য হয় নাই ?

কর্মচারী । প্রত্যেকের গৃহে যে সকল পুরুষ মানুষ সেই দিবস আসিয়াছিল, এবং বাহ্যিক প্রায়ই এই বাড়ীতে আসিয়া থাকে, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককেই বাহির করা হইয়াছে, ও তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেকরূপ অনুসন্ধানও করা হইয়াছে, কিন্তু ফলে কিছুই হয় নাই ।

আমি । এ বাড়ীতে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে, তাহাদিগের মধ্যেও সবিশেষরূপে যে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহার আর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কাহারও উপর কোনরূপ সন্দেহ হয় না কি ?

কর্মচারী । পূর্বে কাহারও উপর কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই । কিন্তু পরিশেষে একটি স্ত্রীলোকের উপর সবিশেষরূপে সন্দেহ হইয়াছে, তাহাকে লইয়া আজ তিনদিবসকাল অনবরত অনুসন্ধান চলিতেছে । কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে কোন প্রকৃত কথা বাহির হয় নাই ।

আমি । সেই স্ত্রীলোকটির উপর সন্দেহ হইবার কারণ কি ?

কর্মচারী । সে নাকি পূর্বে আরও কয়েকটি স্ত্রীলোককে হত্যা করা অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল । কিন্তু বিচারে অব্যাহতি পায় । শুনিয়াছি, তাহার চরিত্র ভাল নহে, তাই তাহারই উপর সমস্ত কর্মচারীরই সবিশেষরূপে সন্দেহ ।

আমি । সেই স্ত্রীলোকটির নাম কি ?

কর্মচারী । তাহার নাম ত্রৈলোক্য ।

আমি। হত্যাপরাধে যে ত্রৈলোক্যের আলিপুর সেশন-কোর্টে বিচার হয়, এবং পরিশেষে সেই মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পায়, এই কি সেই ত্রৈলোক্য ?

কর্মচারী। আলিপুরের মোকদ্দমার সময় আমি তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, এ সেই ত্রৈলোক্য।

আমি। আমি সে ত্রৈলোক্যকে উত্তররূপে চিনি। যে মোকদ্দমার আলিপুরে তাহার বিচার হয়, সেই মোকদ্দমায় আমি উহাকে ধৃত করিয়াছিলাম। সেই ত্রৈলোক্য যদি এই বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে এই কার্য যে তাহার দ্বারা হয় নাই, ইহা আমি বলিতে পারি না। কারণ, তাহার দ্বারা না হইতে পারে, এরূপ কার্য এ জগতে নাই। আমি তাহাকে দেখিলে এখনই জানিতে পারিব, বর্তমান ত্রৈলোক্য সেই ত্রৈলোক্য, কি না।

কর্মচারী। আপনি কি তাহাকে এখন দেখিতে চান ?

আমি। না, এখন নয়। অগ্রে আপনার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া নই, তাহার পর তাহাকে দেখিব। এখন ত্রৈলোক্য সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

কর্মচারী। কি ?

আমি। আপনি যখন প্রথম অকুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাহাকে কিরূপ অবস্থায় দেখিতে পান ?

কর্মচারী। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অপর স্ত্রীলোকগণকে যেরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাকেও সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাই। আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার পর, অপরাপর স্ত্রীলোকগণ যেমন আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, ত্রৈলোক্যও সেইরূপ তাহাদিগের সঙ্গে আমাদের নিকট উপস্থিত

হইল, এবং যাহাকে যেরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারাও পরিকাররূপে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিল ।

আমি । অপরাপর ত্রৈলোক্যগণ আপনাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, ত্রৈলোক্য কি ঠিক সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়াছিল, কি তাহার মধ্যে একটু পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন ।

কর্মচারী । পার্থক্য একটু কেন, সবিশেষরূপই ছিল । অপরাপর সকলকে যখন ডাকিতাম, তখনই তাহারা আমাদিগের নিকট আসিত ; যাহা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহার উত্তর প্রদান করিয়া, আমাদিগের অনুমতি লইয়া আমাদিগের নিকট হইতে গমন করিত ; কিন্তু ত্রৈলোক্যকে একবারের নিমিত্ত ডাকিতে হইত না । আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই বাড়ীর ভিতর থাকিতাম, ছায়ার গায় সে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তামাক সাজিয়া দিত । এক পান ফুরাইতে না ফুরাইতে অপর পান আনিয়া, আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিত । তাহার এইরূপ যত্ন দেখিয়া কর্মচারীমাত্রেই তাহার উপর সবিশেষ মনুষ্ট ছিলেন ; সুতরাং তাহাকে অধিক কথা প্রায় কেহই জিজ্ঞাসা করিতেন না । সামান্য যাহা কিছু তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত, সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার উত্তর প্রদান করিত । অধিকন্তু তাহার উপর কাহারও কোনরূপ সন্দেহ হইত না । বরং সকলেই তাহাকে একটু ভালবাসিতেন ।

আমি । কখন তাহার উপর সন্দেহ হইল ?

কর্মচারী । ছুই দিবস অনুসন্ধান হইবার পর, আপনার থানায় একজন কর্মচারী কোন কার্য উপলক্ষে এই স্থান দিয়া গমন করিতে-ছিলেন । এই বাড়ীতে খুন হইয়াছে শুনিতে পাইয়া, এই বাড়ীর ভিতর আগমন করেন, এবং সম্মুখেই ত্রৈলোক্যকে দেখিতে পাইয়া

তাহাকে কহেন, “কি গো ত্রৈলোক্য ! তুমি এই বাড়ীতে থাক না কি ? তবে এই সকল কর্মচারীকে কেন আর মিথ্যা কষ্ট দিতেছ। রাজকুমারীকে কেন হত্যা করিলে, তার মরগা দেও না ; তা হইলে সমস্ত গোলযোগ চুকিয়া যাউক। সেই কর্মচারীর এইরূপ কথা শুনিয়া আমি তাহাকে কহিলাম, “কেন মহাশয় ! ত্রৈলোক্য এই হত্যা করিয়াছে, এরূপ সব্বই আপনার হইতেছে কেন ?” উত্তরে তিনি কহিলেন, “আপনার কি তবে ইহাকে চিনেন না ? এই ত্রৈলোক্য যে কত স্ত্রীলোককে পুত্রিণীতে ডুবাইয়া মারিয়া, তাহা-দিগের অলঙ্কার সকল আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা কি আপনারা পূর্বে শ্রবণ করেন নাই ?” আমি কহিলাম, “শুনিয়াছি, আনিপুর-কোটে তাহার মোকদ্দমা হয়, এবং বিচারে তাহার দণ্ড হয় নাই ; কিন্তু এই কি সেই ত্রৈলোক্য ?” কর্মচারী কহিলেন, “ইনিই সেই ত্রৈলোক্য ।” এই কথা শুনিয়া আমরা আর স্থির থাকিতে পারি-লাম না ; তখন উহাকে লইয়া আমরা সকলেই অনুসন্ধান নিযুক্ত হইলাম, এবং সেই পর্য্যন্ত উহাকে লইয়া সবিশেষরূপে অনুসন্ধান চলিতেছে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার নিকট হইতে কোন কথা প্রকাশ করাইতে পারা যায় নাই ।

আমি । উহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করা, বা অপহৃত অলঙ্কারগুলির পুনরুদ্ধার করা নিতান্ত সহজ কার্য নহে । ও যে কি ভয়ানক স্ত্রীলোক, তাহা আপনারা জানেন না ; কিন্তু আমি উহাকে উত্তমরূপে চিনি ।

কর্মচারী । তাহা হইলে আপনারও কি বিশ্বাস যে, উপস্থিত মোকদ্দমায় এ-ই আসামী ? রাজকুমারী ত্রৈলোক্যের দ্বারা হত হইয়াছে ?

আমি । তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

কর্মচারী । তাহা হইলে উহাকে লইয়া এখন আর কি করা হইতে পারে ?

আমি । উহাকে লইয়া উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা আবশ্যিক ।

কর্মচারী । তাহা হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে ; কিন্তু ফলে ত কিছুই হইতেছে না ।

আমি । ও কোন্ গৃহে থাকে ?

কর্মচারী । উপরের একখানি গৃহে ।

আমি । সেই ঘরখানি উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা হইয়াছে কি ?

কর্মচারী । যেরূপে অনুসন্ধান করিতে হর, তাহার কিছুমাত্র বাকী নাই । উহার গৃহে অনুসন্ধান করিবার উপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী অধিক নাই, কেবল একটা আলমারী আছে মাত্র । তাহা পাঁচ সাতজন কর্মচারী পাঁচ সাতবার উত্তমরূপে দেখিয়াছেন ; কিন্তু তাহার ভিতর অলঙ্কার-পত্র প্রভৃতি কোনরূপ অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যায় নাই ।

আমি । আমি ত্রৈলোক্যের বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছি । তাহার নিকট হইতে কোন কথা সহজে বাহির করিয়া লইবার ক্ষমতা যে কোন পুলিস-কর্মচারীর আছে, তাহা আমার বোধ হয় না । কোনরূপ কৌশল করিয়া উহার নিকট হইতে যদি কথা বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলেই হইবে ; নতুবা উহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেন না ।

কর্মচারী । উহাকে লইয়া আজ তিনদিবস অনুসন্ধান করিতেছি ; সুতরাং উহার চরিত্রের বিষয় বেশ বুঝিতে পারিতেছি । আপনি যাহা বলিলেন, তাহা প্রকৃত ; কিন্তু এমন কি কৌশল আছে যে, তাহা অবলম্বন করিলে, আমরা সফল কাম হইব ?

আমি। আমি যতদিক পৰ্যন্ত ত্রৈলোক্যকে দেখিতেছি, তত-
দিক হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি, ও প্রায়শী কোন কার্যে
হস্তক্ষেপ করে না। যখন যে কার্য করে তাহার নিমিত্ত একজন
না একজন সহকারী সংগ্রহ করিয়া করে ইতিপূর্বে একটি হাবা
স্ত্রীলোক উহার সহকারিণী ছিল, তাহার নামে, ও অনেক হত্যা
করিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন হইল, সেই স্ত্রীলোকটি মরিয়া
গিয়াছে; সুতরাং অপর কোন একটা স্ত্রীলোককে যে সে তাহার
সহকারিণী করিয়া লইয়াছে, তাহাতে আর কিছু সন্দেহ নাই।
উহার সহিত সবিশেষ প্রণয় আছে, এমন যে স্ত্রীলোক এই
বাড়ীতে, বা নিকটবর্তী অপর কোন বাড়ীতে কি না ?

কর্মচারী। আছে, ওই বাড়ীতে প্রিয় নামী একটি স্ত্রীলোক
আছে; সে তাহার বিশেষরূপে অনুগত।

আমি। তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, এই হত্যা যদি
ত্রৈলোক্যের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রিয় যে তাহার সহকারি
কাম

কর্মচারী। তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কর্মচারী। প্রিয়-সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত কোনরূপ অনুসন্ধান
করি নাই, বা প্রিয় যে এই হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত হইতে পারে,
তাহাও আমরা ইতিপূর্বে মনে করি নাই।

আমি। ত্রৈলোক্যের একটি পুত্র আছে, তাহার নাম হরি।
ত্রৈলোক্য তাহাকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসে। সেই হরি
এখন কোথায়, তাহার কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন কি ?

কর্মচারী। সেই হরিও এই বাড়ীতে থাকে; কিন্তু এখন
তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয়, সে তাহার মায়ের
সহিত গমন করিয়া থাকিবে।

আমি । ত্রৈলোক্য এখন কোথায় ? সে কি এখন এখানে উপস্থিত নাই ?

কর্মচারী । না, এখন কর্মচারী এখন তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে । যদি ফেরত, তাহা হইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত লোক পাঠাই ।

আমি । না, ত্রৈলোক্য এখন ডাকিবার প্রয়োজন নাই । প্রিয় এখন কোথায় ?

কর্মচারী । সে বাড়ীতেই আছে । তাহাকে একবার দেখিতে চাহেন কি ?

আমি । না, এখন নহে, কিন্তু একটি কার্যের প্রয়োজন হইয়াছে ।

কর্মচারী । কি ?

আমি । প্রিয়কেও কোন কার্যের ভানে, বা কোনরূপ অনু-সন্ধানের নিমিত্ত জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে এখন বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিন ।

কর্মচারী । কেন ?

কর্মচারীর কথার উত্তরে আমি আমার অভিসন্ধির কথা তাঁহাকে কহিলাম, এবং আমি যাহা যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহাও তাঁহাকে কহিলাম । তিনিও আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমি পুনরায় আসিব বলিয়া, আমিও সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম । আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার পর, কর্মচারী মহাশয় আমার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য করিলেন । এক-জন কর্মচারীর সহিত একটি অনুসন্ধানের ভান করিয়া প্রিয়কে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন । ত্রৈলোক্য এবং হুরি পূর্ন হইতেই

বাহিরে ছিল। তাহার পর বাড়ীর অপরাপর ভাড়াটিয়াগণকে একত্র করিয়া, আমি তাহাদিগকে বাহা বাহা বলিতে বলিরাছিলাম, তিনি তাহাদিগকে সেইরূপ বলিলেন। তাহাটিয়াগণও আমাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, আমাদের প্রার্থনায় সম্মত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই সময় আমি আমার বাহুর গমন করিলাম। স্নান-আহার বিশ্রামাদি করিয়া, পুনরায় অপরাহ্ন কালটির সময় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, কক্ষচারী মহাশয় আমার অপেক্ষায় সেই স্থানে বসিয়া আছেন, আরও তিন-চারিজন কর্মচারী সেই স্থানে উপবিষ্ট। বাড়ীর ভাড়াটিয়ামাত্রই বাড়ীতে উপস্থিত, কর্মচারীগণের নিকট ত্রৈলোক্য বন্ধনাবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে।

আমি সেই স্থানে গমন করিয়া, অপরাপর কর্মচারীগণ যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপবেশন করিলাম, এবং পূর্ব-কথিত কর্মচারীর দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া কহিলাম, “এই যে বন্ধনাবস্থায় বসিয়া আছে, এ ত্রৈলোক্য নহে?”

কর্মচারী। হাঁ।

আমি। ইহার এ দশা কেন?

কর্মচারী। হত্যাপরাধে এ ধৃত হইয়াছে।

আমি। এই কি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়াছে?

কর্মচারী। হাঁ মহাশয়! রাজকুমারীকে হত্যা করা অপরাধে এ ধৃত হইয়াছে।

আমি । এই হত্যা যে ইহার দ্বারা হইয়াছে, তাহা কি বেশ প্রমাণিত হইয়াছে ?

কর্মচারী । এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলেও, এই হত্যা যে ইহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

আমি । ইহার উপর সন্দেহ হইবার কারণ কি ?

কর্মচারী । বাহার ব্যবসাই কেবল হত্যা করা, তাহার দ্বারা যে এই হত্যা হয় নাই, তাহা আমি কিরূপে বলিতে পারি ?

আমি । হত্যাই যে ইহার কারণ তাহা আপনাকে কে বলিল ?

কর্মচারী । তাহা আর কে বলিবে ? কেন আপনি কি জানেন না যে, হত্যা করাই ইহার ব্যবসা । আপনিই ত হত্যাপরাধে ইহাকে চালান দিয়াছিলেন ।

আমি । পূর্বে হত্যাপরাধে আমি ইহাকে চালান দিয়াছিলাম বলিয়াই যে, এই হত্যা ইহা দ্বারা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না । পূর্বে আমি ইহার বিরুদ্ধে অনেক লোকের নিকট হইতে অনেক কথা শুনিতে পাই, সেইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনের গতি ধারাবাহিক হইয়া যায় । সেই সময় যেমন ইহার উপর একটা নালিশ হয়, অমনি আমি তাহা বিশ্বাস করিয়া, সেই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই । অনুসন্ধান আর কি করি ? ইহার শত্রুপক্ষীয় লোকে যাহা বলে, তাহারই উপর বিশ্বাস করিয়া, হত্যাপরাধে ইহাকে দোষী স্থির করিয়া লই, এবং বিচারার্থ ইহাকে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করি । মাজিস্ট্রেট সাহেব ইহাকে দায়রায় পাঠাইয়া দেন । যখন দায়রার বিচারে সাক্ষীগণের উপর জেরা হইতে থাকে, তখনই আমি বুঝিতে পারি যে, ত্রৈলোক্যকে আমি অনর্থক মিথ্যা কষ্ট দিয়াছি । ভজসাহেবও সেই মোকদ্দমার

ব্যাপার ঠিক বুঝিগালন, এবং ইহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধা জানিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন। সেই মোকদ্দমার পূর্বে ত্রৈলোক্যের চরিত্রের উপর আমার যেরূপ বিশ্বাস ছিল, মোকদ্দমার পর হইতে সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যের ব্যবসাই হত্যা, এই বিশ্বাস ব্যতীত এই মোকদ্দমার যদি ইহার উপর আর কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে নিরর্থক আর কষ্ট দিবেন না, এখনই ইহাকে ছাড়িয়া দিন।

কর্মচারী। তাহা হইলে আপনার বিশ্বাস যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্যের দ্বারা হয় নাই ?

আমি। আমি নিশ্চরই বলিতে পারি যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্য কখনও করে নাই।

কর্মচারী। তবে কে এই হত্যা করিয়াছে, রাজকুমারীর সমস্ত অলঙ্কার-পত্র চুরি করিয়া লইল ?

আমি। কে যে এই হত্যা করিয়াছে, তাহা আমি ঠিক জানি না; কিন্তু আমি যতদূর অবগত হইতে পারিছি, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্য করে নাই— আরও একটু একটু গুনিতে পারিতেছি যে, এই হত্যা কোন লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

কর্মচারী। তাহা হইলে বলুন না, আপনি কি গুনিয়াছেন, ও কে এই হত্যা করিয়াছে।

আমি। বলিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যখন সে সময় হইবে, তখন আপনি তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। এখন ইহাকে ছাড়িয়া দিন, বিনা-অপরাধে এরূপ বন্ধনা-বন্দায় ইহাকে আর কষ্ট প্রদান করিবেন না।

আমার কথা শুনিয়া কর্মচারী মহাশয় ত্রৈলোক্যের বন্ধন মোচন করিয়া দিতে কহিলেন। অনেক প্রহরী আদেশমাত্র তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিল। আমার কথা শুনিয়া এবং আমার ব্যবহার দেখিয়া ত্রৈলোক্য আমার উপর যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইল, তাহা আর আমি বলিতে পারি না। আমার কৃপায় সে এ যাত্রাও নিষ্কৃতি পাইল, এই ভাবিয়া সে স্বপ্নের সহিত আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে আমার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সেই সময় অপরাপর কর্মচারীপক্ষের সম্বোধন করিয়া কহিলাম, “আজ কয়েকদিবস পর্য্যন্ত আপনারা এই বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণের মধ্যে যে সকল অননুসন্ধান করিয়াছেন, বা তাহাদিগের নিকট হইতে যাহা কিছু অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। আমি জানিতে পারিয়াছি, ভীত হইয়া তাহারা কেহই প্রকৃত কথা কহে নাই। আমার বিবেচনা হয়, এখন তাহারা প্রকৃত কথা বলিবে। এই বাড়ীর সমস্ত ভাড়াটিয়াগণকে ডাকাইয়া পুনরায় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। দেখুন দেখি, এখন তাহারা প্রকৃত কথা বলে কি না? আর পূর্বে তাহারা যে সকল কথা বলিয়াছে, বা আপনারা যাহা লিখিয়া লইয়াছেন, সেই সকল কাগজপত্র আর রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, সেই সকল কাগজপত্র পূর্বেই নষ্ট করিয়া ফেলা আবশ্যিক।” এই বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কতকগুলি কাগজ লইয়া, আমি সেই স্থানেই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। সকলে বুঝিতে পারিল যে, যে কাগজে ভাড়াটিয়াগণের জবানবন্দী লেখা হইয়াছিল, আমি সেই সকল কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি সেই সকল কাগজে হস্তক্ষেপ করিলাম না, কতকগুলি বাজে কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলাম মাত্র।

ইহার পর সেই বাড়ীর কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকল লোককেই আমি সেই স্থানে ডাকাইলাম, সকলেই আমির আগামার নিকট উপবেশন করিল। আমি অশ্রু আর একজনে কৰ্মচারীকে কহিলাম, “আপনি এখন ইহাদিগের জবানবন্দী পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করুন।” আগামার কথা শুনিয়া সেই স্থানে যে সকল কৰ্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, কারোও মুখে কোন কথা বাহির হইল না। বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণ পুনরায় বিরূপ জবানবন্দী দেয়, তাহাই সকলে নিতান্ত উৎসুক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। আমি এক একজনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, সেই অপর কৰ্মচারী মহাশয় তাহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ভাড়াটিয়াগণ যাহা বলিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া অপরপর কৰ্মচারীগণ নিতান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন; ত্রৈলোক্যের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল; তথাপি কে কি বলে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত সে সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

পুনরায় সেই বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণের যেরূপ ভাবে জবানবন্দী লেখা হইতে লাগিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম এইরূপ :—

একটা স্ত্রীলোক কহিল,—“আমি হরিকে উত্তমরূপে চিনি, সে ত্রৈলোক্যের পুত্র। তাহার মাতার সহিত সে এই বাড়ীতেই থাকে। কোনরূপ কাষ-কর্ম করিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই, বা শুনি নাই। অগচ্ বেঞ্চালয়ে গমন ও মহাদি পান করিতে তাহাকে প্রায়ই দেখিতে পাই। এই সকল কার্যের নিমিত্ত যে সকল অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা সে কোথা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতে পারি না। যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্বদিবস সন্ধ্যার পূর্বে রাজকুমারীর সহিত সে নির্জনে কি পরামর্শ করিতেছিল, তাহা

আমি দেখিতে পাই, এবং উহারাও আমাকে দেখিতে পাইয়া উভয়ে উভয় দিকে প্রস্থান করে । ইহার পর রাত্রি আন্দাজ বারটা কি একটার সময় আমি প্রথম কার্য বশতঃ আমার গৃহ হইতে বাহির হই । সেই সময় দেখিতে পাই, হরি ধীরে ধীরে তাহার মাতার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজকুমারীর গৃহের দিকে গমন করিতেছে । রাজকুমারীর গৃহের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না, কেবল ভেজান ছিল মাত্র । হরি সেই দরজা ধীরে ধীরে ঠেলিয়া নিঃশব্দে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল । এই ব্যাপার দেখিয়া আমি সেই সময় অনুমান করিয়াছিলাম, রাজকুমারী হরির প্রেমে আশঙ্ক হইয়াছে, তাই হরি উহার গৃহে গোপনে গমন করিয়া থাকে । আমি পুলিশের ভয়ে এ কথা পূর্বে বলিতে সাহসী হই নাই ।”

অপর আর একটা স্ত্রীলোক কহিল,—“রাত্রি আন্দাজ দুইটার সময় আমি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হই । আমার গৃহে একটা লোক ছিল, সেই সময় সে আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সদর দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত, আমি তাহার সহিত আমার গৃহ হইতে বহির্গত হই এবং তাহার সহিত সদর দরজা পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেখি যে, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে । কে যে সেই দরজা খুলিয়া বাহিরে গমন করিয়াছে, সেই সময় তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া, সেই দরজা ভিতর হইতে পুনরায় আমি বন্ধ করিয়া দি, এবং আমার গৃহে গিয়া আমি শয়ন করি ।”

তৃতীয় ভাড়াটিয়া কহিল,—“যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই দিবস অতি প্রত্যুষে আমি গাত্রোথান করিয়া, আমার বাবুর সহিত সহিত আমি সদর দরজা পর্য্যন্ত গমন করি । সেই

সময় সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল । সেই দরজা আমি খুলিয়া দিলে, আমার বাবু এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যান । সেই সময় সেই দরজা আমি পুনরায় বন্ধ করিয়া বাসনা করিয়া যেমন উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করি, সেই সময় হরি বাহির হইতে আসিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে । সেই সময় তাহার অবস্থা দেখিয়া, আমার মনে কেমন একরূপ সন্দেহ আশ্রিত হয় । উহাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ও যেন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, আর উহার মনে কে কি একটা ভয়ানক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । ইহার পূর্বে আমাদের সহিত যখন হরির সাক্ষাৎ হইত, সেই সময় দুই একটা কথা না বলিয়া, সে কখনও প্রশ্ন করিত না । কিন্তু সে দিবস আমার সহিত কোন কথা না বলিয়া, যেন নিতান্ত চিন্তিত অন্তঃকরণে সে তাহার মাতার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল ।”

চতুর্থ ভাড়াটিয়া কহিল,—“যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্বে রাত্রিতে আমিই সকলের শেষে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম । আমি যখন সদর দরজা বন্ধ করি, তখন বোধ হয়, রাত্রি বারটা । সেই সময় হরিকে দেখিতে পাই, সে তাহার মাতার গৃহের সম্মুখে বারান্দার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল । ওরূপ সময় ওরূপ স্থানে আমি হরিকে ইতিপূর্বে আর কখনও বসিতে দেখি নাই ; সুতরাং আমার মনে একটু সন্দেহ হয় । মনে করি, বোধ হয়, তাহার কোনরূপ অসুখ হইয়া থাকিবে । এই ভাবিয়া আমি হরিকে জিজ্ঞাসা করি, “এমন সময় এরূপ ভাবে তুমি বাহিরে বসিয়া রহিয়াছ কেন ?” আমার কথায় হরি কোনরূপ উত্তর প্রদান করে নাই ; সুতরাং তাহার ব্যবহারে আমি একটু

বিরক্ত হইয়া তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমার গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম ।”

পঞ্চম ভাড়াটিয়া বা কাম্বোজী কহিল,—“রাত্রি আন্দাজ বারটা কি একটার সময় আমার গৃহে আসিয়া হইয়া যায় । আমি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আমার গৃহের সম্মুখের বারান্দার উপর আসিয়া উপবেশন করি । সেই সময় রাজকুমারীর গৃহ হইতে কেমন একরূপ গৌঁ গৌঁ শব্দ আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করে । আমি উঠিয়া ধীরে ধীরে রাজকুমারীর গৃহের নিকট গমন করি, এবং তাহার গৃহের দরজা ঠেলিয়া দেখি, উহা ভিতর হইতে বন্ধ । বেড়ার ফাক দিয়া দেখিতে পাই, উহার গৃহে একটী স্ত্রীপ জলিতেছে, মেঝের পাটির উপর রাজকুমারী চিৎ হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, হরি তাহার বুকের উপর বসিয়া রহিয়াছে, রাজকুমারী অল্প অল্প গৌঁ গৌঁ শব্দ করিতেছে । এই ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে অত্র এক ভাবের উদয় হইল । আমি মনে মনে সবিশেষ সজ্জিত হইয়া আমার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম । তৎপরে আমার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া, আমি আমার বিছানায় শয়ন করিলাম ।”

ষষ্ঠ স্ত্রীলোক বা বিধু কহিল,—“যে দিবস প্রাতঃকালে রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব রজনী আন্দাজ একটা কি দেড়টার সময় আমি আমার গৃহ হইতে বাহিরে গমন করিয়াছিলাম । সেই সময় রাজকুমারীর গৃহ হইতে অল্প গৌঁ গৌঁ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করে । কিসের শব্দ তাহা আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ আমার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি । তাহার পরই দেখিতে পাই, হরি রাজকুমারীর গৃহ হইতে বাহিরে গমন করে, এবং দ্রুতপদে সদর দরজার নিকট গমন করিয়া, সেই দরজা খুলিয়া বাড়ী

হইতে বহির্গত হইয়া যায় । যে সময় সে রাজকুমারীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় তাহার হস্তে মালা কমান, বা মাদা নেকড়ার বাঁধা ছোটগোছের একটি পুস্তিকা ছিল । এখন আমার বেশ অনুমান হইতেছে যে, সেই পুস্তিকার মধ্যে রাজকুমারীর গৃহ হইতে অপহৃত অলঙ্কারগুলি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না ।”

সেই বাড়ীতে ঘটগুলি ভাড়াটির ছিল, সকলেই কিছু না কিছু হরির বিপক্ষে বলিল । কেবলমাত্র হরি কহিল,—“আমি ইহার কিছুই অবগত নহি, বা হরির বিপক্ষে আমি এ পর্য্যন্ত কোন কথা শুনি নাই ।”

আমরা ত্রৈলোক্যকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না । সাক্ষীগণ যেরূপ জবানবন্দী দিতে লাগিল, ত্রৈলোক্য সেই স্থানে বসিয়া স্থিরভাবে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে একটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল ।

এইরূপে সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেল । তখন কর্মচারী-মাত্রেরই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, “এখন এই মোকদ্দমার উদ্ধার হইল, এখন উত্তমরূপে জানিতে পারা গেল যে, এই হত্যা কাহার দ্বারা হইয়াছে । রাজকুমারীর গৃহ হইতে অপহৃত অলঙ্কারগুলি পাওয়া যাউক, বা না যাউক, এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যে যে হরির ফাঁসি হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।”

এ পর্য্যন্ত হরিও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া, সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল । কর্মচারীগণের কথা শেষ হইবার পর, আমি কহিলাম, “এখন আর হরিকে এরূপ ভাবে রাখা উচিত নহে । হত্যাকারীকে যেরূপ ভাবে রাখা হইয়া থাকে, ইহাকেও এখন সেইরূপ ভাবে রাখা কর্তব্য ।”

আমার কথা শেষ হইবামাত্রই একজন কৰ্মচারী উঠিয়া হরিকে ধরিলেন, ও তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইলেন ; তৎপরে বস্ত্র দ্বারা পুনরায় উদ্ভবরূপে বস্ত্র পরিয়া দুইজন প্রহরীর হস্তে তাহাকে অর্পণ করিলেন ।

হরির মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না । কেবল তাহার চক্ষু দিয়া বেগে জলধারা বহিতে লাগিল, এবং সজলনয়নে মধ্যে মধ্যে এক একবার কেবল ত্রৈলোক্যের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, “মা ! আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিয়া বলিতে পারি, আমি ইহার কিছুই জানি না । রাজকুমারীকে আমি হত্যা করি নাই, বা তাহার অলঙ্কার-পত্র প্রভৃতি কোন দ্রব্যই আমি অপহরণ করি নাই । আমি সমস্ত রাত্রি বাড়ীতেই ছিলাম, একবারের নিমিত্ত আমি বাড়ীর বাহিরে গমন করি নাই ।”

আমরা হরির কথায় কৰ্ণপাতও করিলাম না । অধিকন্তু তাহাকে কহিলাম, “রাজকুমারীর গহনাগুলি তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ, তাহা এখনও বলিয়া দেও । নতুবা আমাদের হস্তে তোমার যন্ত্রণার শেষ থাকিবে না ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

আমাদিগের এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, ত্রৈলোক্য যে স্থানে বসিয়াছিল, সেই স্থান হইতে গাত্রোথান করিয়া, আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাকে কহিল, “আমি নিৰ্জনে আপনাকে দুই একটী কথা বলিতে চাই ।”

ত্রৈলোক্যের কথা শুনিয়া আমিও গাঁজোখান করিলাম, এবং তাহার সহিত সেই বাড়ীর ভিতর একটু অবসরগে গমন করিলাম ।

সেই স্থানে ত্রৈলোক্য কহিল, "মহারাজ! হরি আমার পুত্র, তাহা আপনি অবগত আছেন, এবং আমি কিরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহাও আপনি জানেন । আপনি যে অপরাধের নিমিত্ত হরিকে বন্ধন করিয়াছেন, এবং তাহার বিপক্ষে বাড়ীর সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সেই হরির দ্বারা সেই হত্যাকাণ্ড ঘটে নাই; নিরপরাধ হইয়াও হরি আমার দ্বারা যাইতেছে !"

আমি । হরি যদি এই হত্যাকাণ্ড না করিল, তাহা হইলে বাড়ীর সমস্ত লোকেই উহার বিপক্ষে বলিতেছে কেন ? আর কেইবা রাজ-কুমারীকে হত্যা করিল ?

ত্রৈলোক্য । বাড়ীর সকলে যে হরির বিপক্ষে বলিতেছে, তাহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না । প্রকৃতপক্ষে কেবল একটা মাত্র স্ত্রীলোক ভিন্ন অপরে উহার কিছুই সম্বন্ধ নাই ।

আমি । সেই স্ত্রীলোকটা কে ?

ত্রৈলোক্য । প্রিয় ।

আমি । প্রিয় কি জানে ?

ত্রৈলোক্য । প্রিয় জানে যে, আমার দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড হইয়াছে । প্রিয় জানে যে, এই হত্যাকাণ্ডে সেই আমাকে সহায়তা করিয়াছে ।

আমি । আপন পুত্রকে বাঁচাইবার নিমিত্ত কেন মিথ্যা কথা বলিতেছ ?

ত্রৈলোক্য । মিথ্যা কথা নহে, আমি সম্পূর্ণরূপে সত্য কথা কহিতেছি ।

আমি । যদি তুমি প্রকৃত কথা বলিতে চাহ, তাহা হইলে গোপনে আমাকে বলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । প্রকৃতপক্ষে যাহা তুমি অবগত আছ, বা নিশ্চয়ই তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা সকলের সম্মুখে প্রকাশ কর । তোমার প্রকৃত কথা শুনিলে তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, তোমার কথা কি প্রকৃত । বুঝিব, এই হত্যা তোমার দ্বারা হইয়াছে কি না, কিন্তু কথা বলিয়া তুমি হরিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছ কি না ।

ত্রৈলোক্য । আমি মিথ্যা কথা বলিয়া হরিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি না । চলুন, আমি যাহা জানি, তাহা সর্বসমক্ষে বলিতেছি । আমার সকল কথা শুনিলে নিশ্চয়ই আপনারা আমার প্রাণের হরিকে ছাড়িয়া দিবেন ।

এই বলিয়া ত্রৈলোক্য সম্মুখে আপনার স্থানে আসিয়া উপবেশন করিল, আমিও আপনার স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলাম ।

সেই স্থানে উপবেশন করিয়া, ত্রৈলোক্য আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “আপনি আমার অনেক বিষয় অবগত আছেন । সুতরাং মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিলে, আপনি আমার অবস্থা যতদূর বুঝিতে পারিবেন, ততদূর আর কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না !”

এই বলিয়া ত্রৈলোক্য বলিতে আরম্ভ করিল,—“যে হত্যা-পরাধে আপনি আমাকে বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি প্রকৃতই সেই অপরাধে অপরাধী ছিলাম; কিন্তু ইংরাজের আইনের বলে ও বিচারকের বিচারের গুণে, আমি সে যাত্রা পরিত্রাণ পাই । বিচারে অব্যাহতি পাইয়া, যে স্থানে আমি পূর্বে বাস করিতাম, সেই স্থানে গিয়া পুনরায় বাস করিতে আরম্ভ করি । আমার দুষ্কার্যের প্রধান সহায় সেই বোবা, তাহা বোধ হয়, আপনি জানেন ; তাহার

সেই সময় মৃত্যু হওয়ায়, আমি পুনরায় সেইরূপ কার্য করিতে এক-বারে অসহায় হইয়া পড়ি। এদিকে সেই পান্ডার সমস্ত লোকেই ক্রমে আমার চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া পড়ে। সুতরাং আমার কথা আর কেহই বিশ্বাস করিত না। এমন কি আমার সঙ্গে অনেকেই দাক্ষিণ্য পর্য্যন্তও করিত না। তখনকার স্থানে আর বাস করা যুক্তি-যুক্ত নহে, বিবেচনা করিয়া, আমি আমার সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী এবং আমার প্রাণের পুত্র হরিকে সঙ্গে সেই স্থান পরিত্যাগ করি। পরিশেষে পাঁচুধোপানির গলির এই বাড়ীতে আসিয়া একখানি ঘর ভাড়া করিয়া লই। এই স্থানের কোন লোকেই আমাকে চিনিত না, বা কোন স্ত্রীলোকের সহিত আমার আলাপ-পরিচয়ও ছিল না। সুতরাং এই স্থানে এতদিবস পূৰ্ণ আমি নির্বিবাদে বাস করিয়া আসিতেছিলাম। আমি এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিবার কিছুদিবস পরে, প্রিয় আসিয়াও এই বাড়ীতে একখানি ঘর ভাড়া লয়, এবং সেই পর্য্যন্ত সেও এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। যে সময় প্রিয় এই বাড়ীতে উঠিয়া আইসে, সেই সময় হইতেই তাহার উপর কেমন আমার একটু ভালবাসা জন্মায়। পরে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে প্রিয়ও আমাকে সবিশেষরূপ যত্ন করিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে আমার সবিশেষ অবগত হইয়া পড়ে।

“যে সময় আমি এই বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছিলাম, সেই সময় আমার চলাচলের সবিশেষ কোন কষ্ট ছিল না। পূর্বে নানারূপ অসৎ উপায়ে যে সকল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলাম, এখন পর্য্যন্তও তাহার কিছু অর্থ আমার নিকট ছিল; কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল অর্থ ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া গেল। পুনরায় আমার অর্থের প্রয়োজন হইতে লাগিল।

“এই বাড়ীতে কতগুলি ত্রৈলোক আছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা রাজকুমারীই কিছু দরিদ্র ভাবে থাকিত; কিন্তু সকলের ঘাড়া নাই, রাজকুমারীর ঘাড়া ছিল। তাহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সোণার অলঙ্কার ছিল; কিন্তু তাহার অধিকাংশই সে ব্যবহার করিত না, উহা তাহার গহনার মধ্যে প্রায়ই আবদ্ধ থাকিত।

“সেই সকল অলঙ্কারগুলি পর্যন্ত উহার উপর আমার অতিশয় লোভ হইল। কিরূপে সেই অলঙ্কারগুলি আমার হস্তগত হইতে পারে, সর্বদা কেবল তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিন্তু মনের চিন্তা অধিক দিবস গোপনে রাখিতে পারিলাম না। কথায় কথায় একদিবস আমার মনের ভাব প্রিয়র নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, প্রিয়ও আমার ইচ্ছার অনুগামিনী হইল। তখন কিরূপ উপায়ে রাজকুমারীর অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিতে সমর্থ হই, উভয়ে মিলিয়া তাহার পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলাম। পরিশেষে ইহা স্থায়ী হইল যে, উহাকে কোনরূপে অজ্ঞান করিয়া তাহার গহনাগুলি অপহরণ করিব। যেরূপ পরামর্শ হইল, কার্যেও তাহার সেইরূপ সাগ্রহ করিলাম; কিয়দিন পরে ধূতুরার বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া রাখিলাম।”

আমি। ধূতুরার বীজ সংগ্রহ করিলে কিরূপে ?

ত্রৈলোক্য। আমার পূর্ব বাসস্থান ছিল পাড়ারগায়ে; স্মৃতরাং ধূতুরা যে কি জিনিষ, তাহা আমি বেশ জানি। উহার গুণ আমি অবগত আছি, এবং কোথায় যে উহা পাওয়া যায়, তাহাও আমার জানিতে বাকী নাই। একদিবস সহরের বাহিরে একখানি বাগানে কতকগুলি ধূতুরার গাছ দেখিতে পাই। উহা হইতে কয়েকটা ফল আনিয়া, তাহা চূর্ণ করিয়া আপন গৃহে রাখিয়া দি।

আমি । তাহার পর কি হইল ?

ত্রৈলোক্য । ধূতুরার গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম সজ্জ; কিন্তু রাজকুমারীকে উহা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইবামাত্র কয়েকদিবসের মধ্যে করিয়া উঠিতে পারিলাম না । আমি পূর্বে জানিয়াছিলাম যে, যেরূপ করিয়া তামাকু সাজিয়া খাইতে হয়, তেদৃশ করিয়া সিদ্ধি সাজিয়া খাইলে অতিশয় নেমা হয়; সুতরাং কিছু সিদ্ধিও আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম । এই সময়ে ত্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমি চারি পাঁচদিবস রাখিলাম; কিন্তু অনির্ভর সুযোগ করিতে পারিলাম না ।

“একদিবস রাজকুমারী তাহার একটা পরিচিতা স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিল । আমিও তাহার সহিত গিয়াছিলাম । যখন আমরা উভয়ে সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করি, সেই সময় কিছু সন্দেশ আমি ধরিয়া রাখিয়া আনিয়াছিলাম । সেই সন্দেশ যে আমি নিজে ভোজন করিব না রাখিয়াছিলাম, তাহা নহে, উহার দ্বারাই আমি রাজকুমারীর সর্বনাশ সাধন করিব, এই অভিপ্রায়ই আমি উহা আনিয়াছিলাম ।

“আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি কতকটা ধূতুরার গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম । এখন আমি এবং প্রিয় উভয়ে মিলিয়া সেই সন্দেশের কতকগুলিতে সেই গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিলাম, কতকগুলি সন্দেশ ভাল রহিল । তখন উহা আমরা পৃথক পাত্রে, আমার ঘরের ভিতরে যে একটা আলমারি আছে, তাহার মধ্যে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলাম । আলমারির ভিতর উহা বন্ধ করিয়া রাখিবার কারণ এই যে, পাছে হরি জানিতে পারিয়া সেই সন্দেশ খাইয়া ফেলে ।

“বে দিবস প্রাতঃকালে রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্বে নিজে গিয়া বসিয়া রাজকুমারী আমার গৃহে আসিয়া উপবেশন করে, এবং সন্ধ্যার পর পর্যন্ত আমার গৃহে বসিয়া নানা-রূপ গল্প-গুজবে নিমগ্ন হইয়া প্রিয়ও সেই সময় আমার গৃহে ছিল। সেই সময় মনে করিয়াছিল যে নিমিষপ্রিত সন্দেশ কোনরূপে সেই স্থানে রাজকুমারীকে খাওয়াইবার, কিন্তু কাঁচো তাহা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কারণ, আমার মনে হয়, যদি রাজকুমারী অজ্ঞান হইয়া আমারই গৃহে পতিত হইত তাহা হইলে গোলযোগ হইয়া পড়িবে; সুতরাং আমার মনোবাক্য কোনরূপেই পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব না। এই ভাবিয়া বতরুণ পর্যন্ত সে আমার গৃহে ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে সেই সন্দেশ খাওয়াইবার নিমিত্ত কোনরূপ উদ্যোগ করিলাম না। পরিশেষে সে মরন উঠিয়া আমার গৃহ হইতে তাহার নিজের গৃহে গমন করিল, তখন আমি ও প্রিয় উভয়েই তাহার সহিত গমন করিয়া তাহার গৃহে গিয়া উপবেশন করিলাম। যে একখানি মাজুরের উপর রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, আমাদিগের বসিবার নিমিত্ত রাজকুমারী সেই মাজুর বিছাইয়া দেয়। আমরা তাহার উপর উপবেশন করিলে, সেও উহার উপর আমাদিগের সন্নিকটে উপবেশন করে। সেই গৃহে বসিয়া বসিয়া ক্রমে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল।

“রাত্রি আন্দাজ সাড়ে এগারটার সময় আমি প্রিয়কে কহিলাম, ‘ভাই! বড় ক্ষুধা লাগিয়াছে, কিছু খাইতে ইচ্ছা করিতেছে।’

“প্রিয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল ও কহিল, ‘আমারও ক্ষুধা লাগিয়াছে। রাজকুমারী ত আমাদিগকে কিছু খাইতে দিবে না, চল আমরা গিয়া আমাদের গৃহে আহার করিয়া আসি।’

“উত্তরে রাজকুমারী কহিল, ‘কেব আহার কি কিছুই নাই বে, তোমাদিগকে আর কিছু আহার করিতে পারিলাম না ? কি খাইতে চাও, বল না।’

“আমি কহিলাম, ‘আর কিছুই নাই, অনেক দিন ফলার করি নাই, আজ মনটা বলিতেছে ফলার করি।’

“এই বলিয়া প্রিয়কে কহিলাম, ‘আমি জানি, মই-চিড়া ও কিছু মিষ্ট দ্রব্য যদি এখন খরিদ করিয়া আনিতে পার, তাহা হইলে খরিদ করিয়া আন না কেন।’ রাজকুমারী তিনজনেই এই স্থানে বসিয়া ফলার করিব এখন ?’

“আমার কথা শুনিয়া রাজকুমারী সাত্বোধান করিল, এবং প্রিয়কে সেই স্থানে বসিতে বলিয়া কয়েকটা পয়সা লইয়া সে বাহিরে গমন করিল। আমরা তাহার গৃহে বসিয়া নানাবিধ দুর্ভিক্ষের উপায় স্থির করিতে লাগিলাম। সেই সময় বাড়ীর অপরিচিত কেহই জাগরিত ছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমারী কিছু চিড়া, কিছু মিষ্টানের সহিত প্রত্যাবর্তন করিল। আমরা সেই সকল দ্রব্য দুইখানি পাত্রে রাখিয়া তাহাতেই আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। একখানি পাত্রে রাজকুমারীকে দিলাম, সে সেই পাত্রে আহার করিতে লাগিল; আর একখানি পাত্রে আমি ও প্রিয় উভয়ে আহার করিতে বসিলাম। সেই সময় প্রিয় কহিল, ‘ফলারে মিষ্টতা কিছু কম হইয়াছে।’ প্রিয়র কথার উত্তরে আমি প্রিয়কে কহিলাম, ‘আমার এই চাবি লইয়া যাও, আলমারির ভিতর সন্দেশ ছিল, যদি থাকে, তাহা হইলে উহা আন।’

“প্রিয় আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমার আলমারি হইতে বিষমিশ্রিত এক বিষ-অমিশ্রিত সন্দেশ আনিয়া আমার নিকট রাখিয়া দিল। উহা হইতে যে সন্দেশে বিষমিশ্রিত ছিল না, তাহার

কিয়ৎকাল আমি গ্রহণ করিলাম, অবশিষ্ট প্রিয়কে দিলাম। আর বাহাতে কিছুকালও তাহা রাজকুমারীকে প্রদান করিলাম। রাজকুমারী তাহার কিছুকালমাগে ভোজন করিল; খাইতে ভাল লাগিতেছে না বলিয়া, উহার খাইয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু সে যাহা আহার করিল, তাহাতেই তাহার নেসা হইল; তবে এক-বারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল না।

“এই ব্যাপার দেখিয়া আমি তামাকুকে এক ছিন্দুম তামাকু সাজিতে কহিলাম। প্রিয় আমার ছুরভিসিদ্ধি হইতে পারিয়া তামাকুর পরিবর্তে সিদ্ধি সাজিয়া আনি। তামাকু করিয়া রাজকুমারীকে সেই সিদ্ধির ধূমও পান করাইলাম; কিন্তু তাহাতেও রাজকুমারী একবারে সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িল না। আমার ইচ্ছা ছিল যে, রাজকুমারী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে পর, উহার সমস্ত অলঙ্কার চুরি করিয়া লইব। কিন্তু সেও অজ্ঞান হইল না। আমিও আমার অভিলষিত উপায়ে তাহার অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া উহার বুকের উপর বসিয়া জোর করিয়া উহার গলা টিপিয়া ধরিলাম; প্রিয়কে কহিলাম, ‘উহার পা দুইখানি চাপিয়া ধর।’ প্রিয় তাহাই করিল, জোর করিয়া তাহার পা চাপিয়া ধরাতে রাজকুমারী আর জোর করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। তখন আমরা উহার সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া লইয়া উহার গৃহের দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া উহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না যে, উহাকে হত্যা করিয়া উহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইব; কিন্তু কার্যের গতিতে এবং লোভের বশবর্তী হইয়া, পরিশেষে আমি উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলাম।

"মহাশয়! এখন ত আপনি পরিচেন যে, রাজকুমারীকে কে হত্যা করিয়াছে। এখন ত আপনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের কিছুই হরি অবগত নহেন। এখন আপনি হরিকে অব্যাহতি প্রদান করুন, নির্দোষ হরিকে কষ্ট দিবেন না। এখন হরি করে নাই, হরির এ কার্য কখনও সম্ভবও নাই। বাড়ীর সকলে মিথ্যা কথা বলিয়া হরির হত্যা করিতে বসিয়াছে। এই মহাপাপের নারিক আমি। আমার দ্বারা এই মহাপাপ সম্পাদিত হইয়াছে। আমিই রাজকুমারীকে হত্যা করিয়াছি। এই মহাপাপের নিমিত্ত যে দণ্ড আপনার আমার উপর বিধান করিবেন, আমি সে-ই দণ্ড গ্রহণ করিতে সক্ষম আছি।

"মহাশয়! আমি যে সকল কথা আপনাদিগের নিকট স্বীকার করিলান, তাহা আমি এ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলাম না, এবং কখনও করিতাম না; কিন্তু হরির উপর আমার প্রমাণ সংগ্রহ হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছি, গহনা পাওয়া যাউক, আর না যাউক, তাহার ফাঁসি নিশ্চয়। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার প্রাণ ছ ছ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে! আমার পাপে নির্দোষ হরির প্রাণ যায় দেখিয়া, মন একবারে অধীর হইয়া পড়িতেছে! প্রবল পুত্রম্বেহ আসিয়া আমার মন অধিকার করিতেছে! পূর্বে আমার যেকোন মনের গতি ছিল, এখন আর তাহা নাই, উহা একবারে পরিবর্তিত হইয়া পড়িতেছে। হরির প্রাণ অপেক্ষা এখন আমার প্রাণকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি। তাই আপনাকে বলিতেছি, যখন আপনি প্রকৃত দোষীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন হরিকে আর নিরর্থক কষ্ট প্রদান করিতেছেন কেন? আমার সম্মুখে তাহাকে মুক্তি প্রদান করুন। তাহার কষ্ট আর ক্ষণমাত্রও দেখিতে পারিতেছি না!"

ত্রৈলোক্যের এই কথা শুনিয়া, সেই স্থানে যে সকল কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাহারা একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। বাড়ীর অপরাপর ক্রমোৎসাহ, বাহারা ইতিপূর্বে হরির বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, তাহারা মস্তক অবনত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিল; এবং প্রত্যেক এক একবার বক্রদৃষ্টি করিয়া ত্রৈলোক্যকে দেখিতে লাগিল।

আমি কহিলাম, “আপনার মস্তক বাঁচাইতে কে না চেষ্টা করিয়া থাকে? তুমি তোমার পুত্র হরির মৃত্যু বাঁচাইবার নিমিত্ত যে এইরূপ মিথ্যা কথা কহিবে, তাহার আর আশ্চর্য কি? আমি যেরূপ প্রমাণ পাইতেছি, তাহাতে রাজকুমারী যে হরি কর্তৃক হত হইয়াছে, তাহা আমরা একরূপ স্থিরই করিয়া লইয়াছি। কিন্তু তুমি এখন বলিতেছ, সেই হত্যা হরির দ্বারা হয় নাই, তোমার দ্বারাই হইয়াছে। কেবল তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া, আমি কার্য্য করিতে পারি না। এই খুন যে তুমি করিয়াছ, তোমার নিজের কথা ব্যতীত তাহার আর প্রমাণ কি?—যে, সেই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, আমি হরিকে অস্বাভি প্রদান করিতে পারি?”

ত্রৈলোক্য। এই খুন যে আমি করিয়াছি, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ এই কথা আমি সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ, ওই প্রিয় ইহার সমস্ত অবগত আছে, উহাকে ঈশ্বরের দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করুন; ও প্রকৃত কথা বলিলে, আপনাদিগের মনে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকিবে না, আপনারা সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস যে, প্রিয় এখন আমাকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে আর মিথ্যা কথা কহিবে না। তৃতীয়তঃ, যে বিষমিশ্রিত সন্দেহের কিয়দংশ রাজকুমারীকে

খাইতে দিয়াছিলাম, তাহার অবশিষ্ট সন্দেশ এখনও আমার আলমারির ভিতর আছে। যে সকল কর্মচারী আমার আলমারি অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সেই সন্দেশ দেখিয়াছেন। সেই সন্দেশ পরীক্ষা করিয়া দেখুন, সে কীভাবে খুঁতুরা চূর্ণ আছে কি না। সিদ্ধির কাগজও, বোধ হয়, এখনও আমার ঘরে পড়িয়া আছে। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ আর কি চাহেন ?

আমি। অধিক প্রমাণ আর কিছুই চাহি না; যদি তুমি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়া, হরির অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই অপহৃত অলঙ্কারগুলি সর্বসমক্ষে বাহির করিয়া দেও। তাহা হইলে কহিতে পারিব যে, এই হত্যা হরির দ্বারা হয় নাই, তোমার দ্বারাই এই হত্যা হইয়াছে। তখন হরিকে অব্যাহতি প্রদান করিতে আমাদের আর কিছু মাত্র আপত্তি থাকিবে না।

ত্রৈলোক্য। উত্তম কথা, যদি ইহাতেও আমাদের আশঙ্কা আমার কথা বিশ্বাস না করেন, নির্দোষ হরিকে ছাড়িয়া না দেন, তাহা হইলে আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি সেই সকল অপহৃত অলঙ্কার বাহির করিয়া আপনাদিগের হস্তে অর্পণ করিতেছি। তাহা হইলে হরিকে ছাড়িয়া দিতে আপনাদিগের ত আর কোনরূপ আপত্তি থাকিবে না ?

আমি। তাহা হইলে আর আমাদের আপত্তি থাকিবে কেন ? কিন্তু তুমি অলঙ্কারগুলি কোথায় রাখিয়াছ, বল দেখি।

ত্রৈলোক্য। কোথায় আর রাখিব ? আমার ঘরেতেই আছে। অপরাপর কর্মচারীগণ। ঘরের কোথায় আছে ?

ত্রৈলোক্য। আমার ঘরে আলমারির মধ্যেই আছে।

অপরাপর কর্মচারীগণ । মিথ্যা কথা । সেই আলমারি আমরা প্রত্যেকেই এক একবার করিয়া দেখিয়াছি । উহার ভিতর সেই সকল অলঙ্কার কোনরূপে থাকিতে পারে না ।

ত্রৈলোক্য । পারে, না পারে, তাহা লইয়া তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই । আপনারা উহার সঙ্গে আসুন, দেখুন, সেই আলমারির ভিতর হইতে রাজকুমারীর সমস্ত অলঙ্কার আমি বাহির করিয়া দিতে পারি কি না ।

এই বলিয়া ত্রৈলোক্য আলমারির সকলের সমভিব্যাহারে তাহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং আমাদিগকে কহিল “যে স্থানে আলমারিটা স্থাপিত আছে, সেই স্থান হইতে উহা একটু সম্মুখের দিকে সরাইয়া দিন ।” এই কথা বলিবামাত্র, সেই আলমারি আমার প্রায় এক হস্ত সম্মুখ ভাগে সরাইয়া দিলাম । ত্রৈলোক্য সেই আলমারির পশ্চাদ্ভাগে গমন করিয়া, উহার পশ্চাদ্ভাগে যে একটি কোঠা খোদিত অংশ ছিল, তাহা খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে রাজকুমারীর সমস্ত অলঙ্কারগুলি বাহির করিল, এবং আমাদিগের হস্তে প্রদান করিল । এই ব্যাপার দেখিয়া কর্মচারী মাত্রেই, একবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ; কারণ তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই আলমারি এক একবার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ।

সেই আলমারির ভিতর হইতে কর্মচারীগণ যে সেই সকল অলঙ্কার পূর্বে বাহির করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহাদিগের কিছু মাত্র দোষ ছিল না । কারণ সেই আলমারির গঠন স্বতন্ত্ররূপ ছিল । আলমারির সর্ব-উপরিস্থিত তক্তার ছয় ইঞ্চি নিম্নে, অথচ কার্ণিসের ভিতরে আর একখানি তক্তা এরূপ ভাবে বসান ছিল যে, ভিতর হইতে দেখিলে বোধ হইত, সেই তক্তা খানিই আলমারির

সর্ব-উপরের তক্তা । উপরের তক্তা খানি ঘেরূপ ভাবে কাগিসের সহিত আবদ্ধ থাকে, উহাও ঠিক সেইরূপ ভাবে সম্মুখ হইতে আবদ্ধ ছিল ; কিন্তু আলমারির কাগিসের উপর উপস্থাপিত দুই খানি তক্তার ভিতর দুই ইঞ্চি পরিমিত ব্যবধান ছিল । তাহার ভিতর দ্রব্যাদি রাখিবার বা উহা হইতে দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইবার নিমিত্ত আলমারির পশ্চাৎ ভাগে দুই দেরাজ ছিল । এক খানি কাঠে উহা একরূপ আড়ভাবে বসান হইয়াছিল, পশ্চাৎ হইতে দেখিলেও কেহ সহজে বুঝিতে পারিতেন না, উহার মধ্যে একটা দেরাজের মত স্থান আছে । সেই এডো কাঠ খানি আলমারির যে পার্শ্বে শেষ হইয়াছে, সেই পার্শ্বে সেই কাঠের গায়ে একটু সামান্য ফাটা দাগ ছিল মাত্র । সেই দাগের উপর নখ বসাইয়া এক পার্শ্বে সরাইয়া দিলে সেই এডো কাঠ খানি সরিয়া যাইত ; সুতরাং সেই দেরাজের মুখ ফাঁক হইয়া পড়িত । তখন তাহার মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য রাখিয়া দিয়া বা তাহা হইতে কোন দ্রব্য বাহির করিয়া লইয়া, সেই এডো কাঠ সরাইয়া দিলে ঠিক আপন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত । তখন উহার মধ্যে দ্রব্যাদি রাখিবার যে একটা স্থান আছে, তাহা আর কাহারও অনুমান করিবার সাধ্য থাকিত না ।

পরিশেষে দেখা গেল যে, ত্রৈলোক্য আপন পুত্রকে বাঁচাইবার নিমিত্ত যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহার সমস্তই প্রকৃত । সন্দেহে বাস্তবিকই বিষ পাওয়া গেল, তাহার ঘর অনুসন্ধান করিয়া, কিছু সিঁদুর সহিত এক খানি কাগজও বাহির হইল । প্রিয়ও পরিশেষে সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া, তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল । তখন আমরা হরিকে অব্যাহতি প্রদান করিলাম, এবং বন্দীরূপে ত্রৈলোক্যকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইলাম । মাজিষ্ট্রেট

নাহেব তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া, বিচারার্থ তাহাকে হাইকোর্টে প্রেরণ করিলেন ।

এই সময় যেসকল আমাদিগের জুরাচুরি বুঝিতে পারিয়াছিল । সেই সময় সে আমাকে এক দিবস কহিল, “এত দিবসের মধ্যে আমি কখনও কাহারও কথায় পতিত নাই, বা কাহারও কৌশলে কখনও পতিত হই নাই ; কিন্তু আপনার কৌশল-জাল আমি ছিন্ন করিতে পারিলাম না । সেই সময় আমি একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, আপনি আমার মত শঠের উপদেশ শঠতা বিস্তার করিয়াছেন । এখন আমি জানিতে পারিয়াছি যে, সেই সময় আপনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই আপনার চাতুরী । আপনি বাড়ীর সমস্ত লোককে শিখাইয়া, আমাকে চাতুরী-জালে জড়ীভূতা করিবার মানসেই তাহাদিগের দ্বারা মিথ্যা কথা বলাইয়াছিলেন, এবং প্রকাশক্রমে সকলকেই দেখাইয়াছিলেন যে, আমার নির্দোষ পুত্র হরিই এই ভয়ানক অপহৃত্যের কারণী, সে-ই রাজকুমারীর প্রাণহন্তা । উঃ আপনাদিগের কি ভয়ানক চাতুরী ! কি ভয়ানক কৌশল !! যদি আমি সেই সময় আপনার ভয়ানক চাতুরী-জালে না পড়িতাম, পুত্রহতের ভয়ানক পীড়নে পীড়িত না হইতাম, এবং আপনার কৌশলে আমি হতবুদ্ধি না হইয়া রাজকুমারীর অপহৃত্য অলঙ্কারগুলি আমার আলমারির ভিতর হইতে বাহির করিয়া আপনাদিগের হস্তে প্রদান না করিতাম, তাহা হইলে আজ আমি যে ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়াছি, সেইরূপ অবস্থায় কখনই পতিত হইতাম না । আপনারা সকলে মিলিয়া অনেক বার আমার আলমারি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ; কিন্তু উহার ভিতর হইতে রাজকুমারীর অপহৃত্য অলঙ্কারগুলি কোনরূপেই বাহির করিতে সক্ষম

হন নাই এবং আমার বিশ্বাস যে, আপনারা বিধিমনে চেষ্টা করিলেও সেই গহনার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কেবল আমিই আমার সর্বনাশ সাধন করিয়াছি, আমিই আমার নিজের পায় সবলে কুঠারাঘাত করিয়াছি। যদি আপনারা সেইরূপ কৌশল-জালে আমাকে নিপাতিত না করিয়া, আমার নিকট হইতে সেই সকল অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া লইতে সমর্থ না হইতেন, তাহা হইলে আপনারা আমার কিছুই উঠিতে পারিতেন না; পূর্বে যেরূপ অসংখ্য হত্যা করিয়া, অসংখ্য স্ত্রীলোকের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া, বিনা-দণ্ডে নিরাস্রাব লাভ করিয়াছিলাম, এ যাত্রাও আমি সেইরূপ ভাবে আপন জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইতাম; আপনারা বিধিমনে চেষ্টা করিয়া, আমার মস্তকের এক গাছি কেশও উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইতেন না। যে পর্য্যন্ত আমি আপন মুখ খুলি নাই, সেই পর্য্যন্ত প্রিয় কোন কথা বলে নাই; এবং সহজে সে কোন কথা প্রকাশও করিত না। প্রিয় মনে মনে জানিত, আমি রাজকুমারীর যে সকল অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছিলাম, সেই সকল অলঙ্কার আমি একাকী কখনই গ্রহণ করিব না। তুল্যাংশ না হউক, সে যে উহার কোন কোন অংশ প্রাপ্ত হইত, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। বিশেষতঃ রাজকুমারীকে হত্যার নিমিত্ত আমিও যেরূপ দোষে দোষী, তাহার অপরাধও আমার সেই দোষ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সে বেশ জানিত, এই কথা তাহার মুখ দিয়া প্রকাশ পাইলে, আমার দশা এবং তাহার দশা সমানই হইবে, তখন সে কোনরূপেই এই সকল কথা আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিত না। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, আমি সমস্ত গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম, তখন সে বুঝিল

যে, সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া তাহার পক্ষেও মঙ্গল। কারণ, যখন তাহাকেও আমার সহিত ফাঁসি কাঠে ঝুলিতে হইবে, তখন যদি সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া কোনরূপে সে আপনাদিগের অনুগ্রহ-প্রার্থী হইতে পারে, তাহা সে না করিবে কেন? প্রকৃত কথা বলিলে আপনারা তাহার জীবন রক্ষা করিবেন, এই কথা যখন আপনারা সকলে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইলেন, তখন সে তাহার অনিচ্ছা সত্তায়ও প্রকৃত কথা কহিল। আর প্রকৃত কথা না বলিলেই বা তাহার উপায় কি? আপনাদিগের কথা শুনিয়া সে সমস্ত প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল বলিয়াই, আজ আপনারা তাহার জীবন রক্ষা করিলেন, সে কেবল মাত্র আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া পরিত্রাণ পাইল। নতুবা আজ আমার যে দশা, তাহারও ঠিক সেই দশা হইত। এই কার্যের নিমিত্ত আমি প্রিয়কে দোষ দিই না, বরং তাহার বুদ্ধিরই প্রশংসা করি। কারণ, আপনাদিগের কথা শুনিয়া, এই একমাত্র উপায় অবলম্বন না করিলে, তাহার আর কোনরূপেই বাঁচিবার উপায় ছিল না। আর আপনারাও যে, আমাকে ভয়ানক কৌশল-জালে ফেলিয়া আমার নিকট হইতে সমস্ত কথা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার নিমিত্তও আমি আপনাদিগের উপর কোনরূপ দোষার্পণ করি না। কারণ দোষীগণকে দণ্ড দেওয়াই আপনাদিগের কার্য।

“হরি যে নিরপরাধ, তাহা আপনারা পূর্ব হইতেই জানিতেন, আপনারা কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া, বাড়ীর সমস্ত লোকদিগের দ্বারা মিথ্যা কথা বলাইয়া, হরি যে এই ভয়ানক হত্যা করিয়াছে, তাহা লোক-দেখানমত প্রমাণ করিতেছিলেন সত্য; কিন্তু বলুন দেখি, যদি আমার নিকট হইতে প্রকৃত কথা প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা

হইলে নিরপরাধ হরিকে মিথ্যা করিয়া কি কখনও ফাঁসি কাষ্ঠে
ঝুলাইতে পারিতেন ? কখনই না, বাধ্য হইয়া আপনারা হরিকে
যে নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দিতেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই ।
নিজ বুদ্ধির দোষে যাহা করিয়া ফেলিয়াছি তাহার নিমিত্ত এখন আর
পরিতাপ করিলে ফল কি ? এ পর্যন্ত আমরা মহাপাপ করিয়াছি,
তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাওয়াই আমার সমাজে কৰ্ত্তব্য ।”

যাহা হউক, হাইকোর্টে জজস্যার সাহায্যে ত্রৈলোক্যের
বিচার করিলেন । বিচার কার্যে যাহা ঘটয়াছিল, এবং বিচার
ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা স্বতন্ত্র করিয়া বর্ণন করিবার আর আমার
প্রয়োজন নাই; আমি তৎ-কাল প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্র
হইতে ত্রৈলোক্যের বিচার-ফল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

FIFTH CRIMINAL SESSIONS.—

SEPTEMBER 2.

(Before the Hon'ble Mr. Justice Norris)

SECOND DAY.

EMPRESS vs. TROYLUCKO RAUR.—Prisoner
was indicted for murder, and is being tried by a
special jury.

Mr. Phillips, with Mr. Dunne, prosecuted.

Mr. G. L. Fagan defended the prisoner.

Mr. Phillips, in opening the case to the jury, said
that it was certainly a singular one. He would first
relate to them the external circumstances. The decea-
sed, Rajcoomaree Raur, a woman of the town, lived

in the same house as the prisoner, where other women of similar character also lived, in Panchoo Dhobani's gully. On the evening of the 9th August, the prisoner asked the deceased to procure for her certain food—parched rice and ghee, and that she would pay her later. The prisoner was expecting the man in whose keeping she was, and she intended paying for the articles when he came. He came and left, and after midnight prisoner paid the deceased. They, that is, the prisoner, the deceased, and a woman named Preeo Raur, then procured other food; and while the prisoner and Preeo Raur ate from one cup, the deceased ate from another. After eating the food, the deceased complained of being unwell, and went downstairs to her own room, the other two women going with her. And here the story ended. It was not until they came to a later stage at night, that one of the women, seeing the prisoner, coming out of the room of the deceased, questioned her, and the prisoner replied, that she had gone there to get some food which Rajcoomaree had purchased for her. The evidence would show that she was the last person seen coming out of the room of the deceased. Matters stood thus till the following morning, when one of the women, seeing the door of Rajcoomaree's room open, called out to her, and receiving no answer, looked in and found her lying dead on the floor. The police were then called in, and the *post mortem* examination, held on the body of the deceased, resulted in the medical officer giving it as his opinion that the deceased had died from strangulation. On her (the deceased's) neck were marks of finger-nails, and the question

arose, who had killed her? As the learned Standing Counsel had told the jury, there was one other woman, besides the prisoner, who had partaken of the food with the deceased. This woman said that after the deceased had eaten, she complained of a bad taste and smell, when she was recommended by the prisoner to have a smoke; and her evidence as regards this, was that the prisoner brought her a *hookah* containing some sort of opium known as *bhang*, which made the deceased feel worse. For these facts, the prosecution relied on the evidence of the woman Preeo, who was first charged as an accomplice, but during the course of the proceedings at the Police Court, the Magistrate tendered her a pardon, when she made the following statement. According to the statement, after the deceased complained of feeling unwell, Preeo herself went to bed. Afterwards, she says, she saw the prisoner coming upstairs with the deceased's ornaments. Seeing this she asked her what she had done, and if she had killed the deceased. The prisoner replied that, she had; that she had done for others before, and that if she did not hold her peace, she would do for her also. Of course, it would be a serious question for the jury to decide, if they could place any reliance on the evidence of Preeo. The statement of an approver could not be acted upon unless it was corroborated in every particular. In the interests of public safety it was necessary at times to resort to the evidence of such persons—accomplices in the crime—possibly to the fullest extent. It was of the utmost importance to know, that the ornaments

of the deceased were found in a *cheffonier* belonging to prisoner and in her room. Evidence would also be given to prove that when the prisoner was taken into custody, her nails were long, but that a short time after they were found to be cut. The doctor who held the *post mortem* examination would also tell them, that the prisoner was a more powerful woman than the deceased and *Pratt*, and from these, and other surrounding circumstances which would come to light during the trial, the jury would have to arrive at their verdict.

Dr. S. C. Mackenzie, the Police Surgeon, who held the *post mortem* examination, was the only witness examined, after which the Court rose for the day.

FIFTH CRIMINAL SESSIONS,—

SEPTEMBER 3.

(Before the Hon'ble Mr. Justice Norris)

THIRD DAY.

EMPRESS vs. TROYLUCKO RAUR.—On the case being resumed yesterday, the remaining evidence for the prosecution was gone into, when Mr. Fagan, addressing the jury in defence of the prisoner, said, that he believed the jury would be glad if they could honestly arrive at a verdict of not guilty. In cases of this kind, the great difficulty the prisoner had to contend against was that the evidence was all on one side. A large mass of evidence was gathered together by the Crown, with great difficulty, and at some expense, to convict the prisoner; while on the other

hand, there was nothing except the prisoner's own statement. While all the ingenuity of the Police was arrayed against her, it should not be forgotten that she was a native woman, without any knowledge of law, and from the circumstances of her social position, without any friends. It might be said that, if she was innocent, she may have called evidence. But how was she to compel these men to come and give evidence on her behalf? They had no interest in the case. The only interest they took in the matter was to keep clear of the Police, and thus it was that it came about, that while there was a long and elaborate statement on one side, there was no evidence of contradiction on the other. Learned counsel briefly recapitulated the statement of Preeo and commenting on it, said that the law on the subject was that the evidence of an accomplice may be believed, but the presumption was strongly against its being true.

His Lordship interposed, by saying that he intended to ask the Jury if they thought the woman Preeo was an accomplice. It was true she had obtained a pardon from the Magistrate on the condition of her speaking the truth: but as far as he could see, it was no account of the accusation brought against her by the prisoner.

Mr. Fagan, continuing his address, asked, by whom Preeo's evidence, supposing it to be true, had been corroborated?—by two or three women of her own walk of life. It was perfectly fair to contend that evidence of this kind, got first of all from a woman, who at one time, at any rate, was under

strong suspicion of being an accomplice, could be got by the bushel, for such women were as pliant in the hands of the Police as they could possibly be. They knew exactly what the Police wanted, they did not care a straw for the prisoner, and they gave the evidence that was wanted from them. Such evidence had been given by the Police before, where a man, supposed to have been murdered, walked into Court during the trial! He would leave it to the jury to say what the case must be, which was to be decided on the value of such evidence. He would submit, that it was utterly worthless, and before they gave their verdict, they should take it well and strongly into their consideration as to who gave the evidence. The witnesses cared absolutely nothing for the life of the prisoner, their only interest being to get rid of the Police. The drugging theory, learned counsel went on to say, was an after-thought, and the case and the evidence had been built upon that suggestion afterwards. Besides, he would ask the jury to remember that the prisoner had ample opportunity to go away, or hide the ornaments, but what she did was to give the ornaments up voluntarily to the Police, or at all events, without their being looked for in any way. In conclusion, Mr. Fagan would ask the jury to remember that the prisoner was a woman, and if it was right to feel pity for a prisoner, it was doubly right to feel pity for a woman. He would therefore ask them to give her every chance they could, and not to be astonished by the fact of the evidence for the prosecution being consistent, as it was bound to be so.

His Lordship having summed up, the jury retired to consider their verdict. They returned after about half-an-hour, when the foreman said, that eight of them were of one mind, and one jury man was of a contrary opinion.

His Lordship—I understand, gentlemen, that one of your number is of opinion, that in order to convict a person of murder, there should be eye-witnesses of the offence. That I think, Sir, in your view, is it not?

Mr. Abdool Hai (dissenting jury)—That is so my Lord.

His Lordship—Then it is my duty to tell you that it is not the law of the land and that the obligation you have taken upon yourself is to deliver a verdict in this case, according to the law of the country, in which you live and in which you are governed, and it is my duty to lay down the law to you, and your duty to accept that law as laid down by me; and the law of the land does not require,—and one cannot conceive how any person or persons could be safe, if the law require that in every case there should be eye-witnesses to an offence. If that were so, crimes of enormous magnitude, and of unparalleled atrocity would go undiscovered, it may be—certainly unpunished. The law is that you must take the whole of the evidence which has been given on the part of the prosecution into your careful consideration, weighing carefully and attentively, with every desire to consider the prisoner's case as favourably as you possibly can. But if you are of opinion that the evidence is true, then you have but one duty to perform. I must tell you, Sir, that whatever your peculiar religious scruples and conscientious convictions may be, they ought to

be set aside, and you ought to deliver your verdict in this case according to the law of the land. That is the direction I have to give you. If you still entertain an objection, of course I must accept the verdict of the majority, but I shall be glad, if you, after the directions I have given you, can see your way to concur with your fellows.

After a short consultation, the foreman addressing His Lordship, said—“The jurymen wish me to explain that he has been able to follow most of what your Lordship said, although he is not sufficiently master of English to be able to make any reply; but he is still of the same mind, that he was before, and is not prepared to accept the verdict of the majority.”

His Lordship said that, under the circumstances, he would accept the verdict of the majority.

The Clerk of the Crown then asked the foreman what the verdict was, and was told that it was a verdict of guilty.

Prisoner was then asked if she had anything to say why sentence of death should not be passed upon her.

The prisoner, through the interpreter said that she had nothing more to say than that she had not committed the murder.

His Lordship thereupon passed the following sentence :—Prisoner at the bar, after a very patient investigation, and after having had the advantage of being defended by learned counsel, who has done his utmost on your behalf with the material he had before him, the Jury have found you guilty of the crime of wilful murder; and I fail to see how they would

have come to any other conclusion. I don't know what truth there may be in the statement which you are said to have made to girl Press, that you had previously to this, committed four or five other murders. It is plain to my mind, and it has been plain to the mind of the jury, that you murdered this unfortunate girl. What your motive was is perfectly plain. Seduced by a lustful desire to appropriate to your own possession those ornaments which adorned her body during her life-time, you found her to death cruel and most atrocious manner. I feel it my bounden duty to pass upon you the extreme sentence of the law, and the sentence that this Court adjudges is that you be taken hence to the place from whence you came, and from thence to the place of execution, there to be hanged by the neck until you be dead.

The prisoner, who took the charges very calmly, was then removed from the dock.

This closed the Sessions."

The Statesman and Friend of India, 4th September, 1884. •

সম্পূর্ণ ।

কার্তিক মাসের সংখ্যা,

“ছেলে-ভুল ।”

(অর্থাৎ অপহৃত বালক উদ্ধারের অস্তিত্ব বহুত !)

যন্ত্রণ ।